হরতালের আগের সন্ধ্যায় ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কর্মীকে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক গাড়ী পোড়ানোর অভিযোগে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদান ও গুলশান থানা হেফাজতে নিয়ে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী আদায়ের লক্ষ্যে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

অধিকার

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর মহাখালী ব্রাঞ্চ এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) এবং তাঁর সহকর্মী সিনিয়র এ্যাসিসটেন্ট অফিসার আসাদুজ্জামান (৩২) ৫ জুলাই ২০১১ সারাদিন অফিস করেন। সন্ধ্যা ৭.৫৯ টায় তাঁরা দুইজন ৯৪, মহাখালী সি/এ, ঢাকা অফিস থেকে বের হবার সময় অফিসের অনলাইনে এন্ট্রি করে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৬ ও ৭ জুলাই ২০১১ টানা দুই দিনের হরতাল আহবান করায় সেদিন রাস্তায় ছিল ব্যাপক ভীড়। তাঁরা দুইজন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মহাখালী কাঁচা বাজারের সিএমবি গোডাউনের সামনে আসলে তাঁদের থেকে একটু দুরে একটি প্রাইভেটকারে রাত ৮.১০টার দিকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। সে এলাকায় উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা প্রাইভেটকারে আগুন দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে আসাদুজ্জামানকে আটক করে। আসাদুজ্জামান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁদের অফিসের পরিচয়পত্র দেখিয়ে পরিচয় দিলেও পুলিশ সদস্যরা কোন কথাই শোনেননি।

পুলিশ সদস্যরা আসাদুজ্জামানকে হরতালের নিয়োজিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ড. রহিমা খাতুনের কাছে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট ড. রহিমা খাতুন আসাদুজ্জামানকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। কিন্তু ৬ জুলাই ২০১১ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত পুলিশ সদস্যরা আসাদুজ্জামানকে জেল হাজতে না পাঠিয়ে থানা হাজতে রেখে নির্যাতন করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করে।

আসাদুজ্জামানের অভিযোগ গুলশান থানা পুলিশ আসাদুজ্জামানকে থানা হাজতে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে হরতালের সমর্থনে প্রাইভেটকার পোড়ানোর ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করিয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- আসাদুজ্জামান
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ খন্দকার আসাদুজ্জামান

খন্দকার আসাদুজ্জামান (৩২), নির্যাতিত ব্যক্তি

৫ জুলাই ২০১১ আসাদুজ্জামান পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের আদেশে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। অধিকার প্রতিবেদক ১৬ জুলাই ২০১১ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। খন্দকার আসাদুজ্জামান অধিকারকে বলেন, ৫ জুলাই ২০১১ সারাদিন অফিস করেন। রাত ৭.৫৯টার সময় অফিসের নিয়ম অনুযায়ী অনলাইনে এন্ট্রি করে অফিস থেকে বের হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও হাতে ছিল তাঁর ২২ শে জুলাই বিবাহত্তোর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্র যা তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের বিলি করার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁরা দুইজন বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মহাখালী কাঁচা বাজারের সিএমবি গোডাউনের সামনে যান। পরদিন থেকে ৪৮ ঘন্টা হরতালের কারণে রাস্তায় কোন বাস পাওয়া যাচ্ছিলো না। শুধু এক লোককে একটি প্রাইভেটকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কিছুদুর সামনে এগিয়ে যাবার পর তাঁরা লক্ষ্য করেন কে বা কারা প্রাইভেটকারে আগুন দিয়েছে। এমন সময় কিছু লোক দৌড়ে এসে তাঁকে জাপটে ধরেন এবং তিনি প্রাইভেটকারে আগুন দিয়েছেন বলে মিথ্যে অপবাদ দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেও পুলিশ সদস্যরা সেখানে আসে এবং তিনি ও তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বার বার তাঁদের অফিসের আইডি কার্ড দেখালেও পুলিশ কোন কর্ণপাত না করে হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায়।আসাদুজ্জামান জানান, থানা হাজতে থাকার পর রাতে তাঁকে চোখ বেঁধে, গায়ের জামা খুলে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে আসে। কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁকে কাঠের লাঠি দিয়ে হাতে পায়ে এবং পিঠে পেটায়। তাঁকে তাঁরা মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করতে বলে। রাতে তাঁকে পুলিশের টহল গাড়ীতে তুলে বিভিন্ন জায়গাতে ঘোরানো হয়। অতিরিক্ত নির্যাতন করার ফলে তিনি সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভব করেন। ৬ জুলাই ২০১১ দুপুর ২.০০টার দিকে গুলশান থানা পুলিশ তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান। কারাগারে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, থানা হাজতে থাকা অবস্থায় তাঁকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৬ মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছে।

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রত্যক্ষদর্শী

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অধিকারকে জানান ৫ জুলাই ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে তিনি তাঁর সহকর্মী সিনিয়র এ্যাসিসটেন্ট অফিসার আসাদুজ্জামানকে সঙ্গে নিয়ে

৯৪, মহাখালী সি/এ, ঢাকা অফিস থেকে বের হয়ে বাসার দিকে রওনা হন। টানা দুই দিনের হরতালের পূর্ব মূর্হুতে তাঁরা দুইজন মহাখালী কাঁচা বাজার ১ নম্বর সিএমবি গোডাউন সংলগ্ন মমিন ষ্টোরের সামনে পৌঁছালে তাঁদের প্রায় ১০ গজ পেছনে একটি প্রাইভেটকার পুড়তে দেখেন। মূহুর্তের মধ্যে কিছু লোক তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বলতে শুরু করে যে, তাঁর সঙ্গে থাকা আসাদুজ্জামানই প্রাইভেটকারে আগুন দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ সদস্যরাও আসে এবং আসাদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশকে তাঁরা দুজনই তাঁদের অফিসের পরিচয়পত্র দেখান এবং গাড়ী পোড়ানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন বললেও পুলিশ তাঁদের কোন কথাতেই কর্ণপাত করে নাই বরং পুলিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে এই বলে হুমকি দেয়, যদি তিনি আসাদুজ্জামানের পক্ষে কথা বলেন তবে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁকে হুমকি দেয়ার পরে পুলিশ আসাদুজ্জামানকে নিয়ে মহাখালী ফ্লাইওভার এলাকা দিয়ে চলে যায়। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সাথে সাথে তাঁর অফিসে এবং পরে আত্মীয় স্বজনকে বিষয়টি অবগত করেন। পরে তিনি জানতে পারেন, আসাদুজ্জামানকে পুলিশ সদস্যরা গুলশান থানায় নিয়ে গেছে। তিনি আসাদুজ্জামানের শ্বশুর ও বাবাকে নিয়ে গুলশান থানায় যান। তিনি আসাদুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টার পর পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আসাদুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন। তিনি গুলশান থানা হাজতে আসাদুজ্জামানের সঙ্গে কোন কথা না বলার শর্তে আসাদুজ্জামানকে দেখতে পান। এসময় আসাদুজ্জামানের চোখ বাঁধা এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো ছিল। হাতে ছিল হাতকড়া। গায়ে কোন শার্ট ছিল না এবং তাঁর পিঠে আঘাতের অনেক চিহ্ন ছিল।

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ৬ জুলাই ২০১১ রাত ১.০০টা পযর্ন্ত গুলশান থানা পুলিশকে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন যে, আসাদুজ্জামান প্রাইভেটকারটি পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত ছিল না। এজাহারে উল্লেখ রয়েছে যে, বিরোধীদলীয় মিছিল সহকারে এসে আসাদুজ্জামান গাড়ী পোড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, তাঁরা কোন মিছিল দেখেননি এবং আসাদুজ্জামান তাঁর সঙ্গেই বাড়ী ফিরছিলেন। এজাহারে আরো উল্লেখ করা হয় যে, এসআই হারুনুর রশিদ আসাদুজ্জামান ও তাঁর সর্মথকদের লাঠির আঘাতে বুকে খুবই আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি বলেন যে, এসআই হারুনুর রশিদের লেখা এজাহারটি অবাস্তব, কারণ তিনি এবং আসাদুজ্জামান অফিস থেকে এক সঙ্গে বের হয়েছিলেন, অফিসের অনলাইন রেকর্ড অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭.৫৯ মিনিটে। কিন্তু মামলার এজাহারে ঘটনাটির সময় ৮.১০ মিনিট বলা হয়েছে। এ থেকেও প্রমানিত হয়, কোন মানুষ ১০ মিনিটে হেঁটে গিয়ে এ জাতীয় অঘটন ঘটাতে সমর্থ নয়। ৫ জুলাই ২০১১ প্রস্তুতকৃত এজাহারে বর্ণনা করা হয় যে, মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়ে জেলে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐদিন আসাদুজ্জামানকে জেলে প্রেরণ করা হয় নাই বরং গুলশান থানায় নিয়ে নির্যাতন করা

হয়েছে যাঁর চিহ্ন তিনি আসাদুজ্জামানের পিঠে দেখতে পান। ৬ জুলাই ২০১১ আসাদুজ্জামানকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল

৬ জুলাই ২০১১ অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল গুলশান থানায় যান এবং আসাদুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন আত্মীয়-স্বজন এবং অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্যকে পুলিশ সদস্যরা আসাদুজ্জামানের সাথে দেখা করতে দেননি। অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল থানায় গিয়ে জানতে পারেন, এসআই হারুনুর রশিদ বাদী হয়ে আসাদুজ্জামানকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর ১১; তারিখ–৫/৭/২০১১। ধারা-১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪৩৬/৪২৭/৩০৭/৩৭৯/১০৯/৩৪ দ-বিধি। মামলার এজাহার থেকে জানা যায় যে, অভিযুক্তের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রাইভেটকার পোড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্ত করে খন্দকার আসাদুজ্জামানকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে।

মোঃ মমিন (৪৭), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ মমিন অধিকারকে বলেন, ৫ জুলাই ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে তিনি মমিন স্টোরেই ছিলেন। তাঁর দোকানের সামনে একটি প্রাইভেটকার দাঁড়ানো ছিল। দুইজন লোক প্রাইভেটকারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এর পরপরই কে বা কারা প্রাইভেটকারে আগুন লাগালে হঠাৎ কিছু লোক পেছন থেকে এসে আসাদুজ্জামান নামে এক লোককে জাপটে ধরে এবং বলতে থাকে সেই নাকি গাড়িতে আগুন দিয়েছে যা ছিল মিথ্যা। তাঁদেরকে ঘিরে দাঁড়ানো বেশ কিছু লোককে দেখতে পান। এর পরপরই পুলিশ সদস্যরা আসে এবং আসাদুজ্জামানকে পেটাতে পেটাতে টেনে হিচঁড়ে রাস্তার উল্টো দিকে মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে নিয়ে যায়। তিনি জানান, এ সময় রাস্তায় বিরোধীদল বিএনপির কোন মিছিল ছিল না।

এসআই হারুনুর রশিদ, গুলশান থানা, ঢাকা

এসআই হারুনুর রশিদ অধিকারকে জানান, ৫ জুলাই ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে কয়েকজন পুলিশ ও আনসার সদস্য নিয়ে তিনি মহাখালী এলাকায় ডিউটি করছিলেন। রাত ৮.১০টার দিকে ঢাকা মহানগরীর ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ৪০/৫০ জন লোক নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আহুত ৬ ও ৭ জুলাই ২০১১ এর হরতাল উপলক্ষে মিছিল করতে করতে মহাখালী কাঁচা বাজার এলাকায় আসেন এবং ঢাকা মেট্রো ক ০২০৯ নম্বর একটি প্রাইভেটকারে আগুন লাগিয়ে দেন। এছাড়া তাদের হাতে থাকা লোহার রড ও লাঠি দিয়ে তাঁকে পুলিশ সদস্যদের গুরুতর জখম করে। এমন অবস্থায় তাঁরা একজন লোককে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে

পারেন, ওই লোকের নাম আসাদুজ্জামান। ঠিকানা-ধামতি, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। তিনি ২৪৩/২ কাঠাল বাগান, ধানমন্ডিতে থাকেন।

ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আসেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে আসাদুজ্জামান প্রাইভেটকারে আগুন দেয়ার কথা স্বীকার করেন। যার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষনিকভাবে আসাদুজ্জামানকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদ-াদেশ প্রদান করেন। তিনি আসাদুজ্জামানকে নিয়ে গুলশান থানায় আসেন। তিনি আসাদুজ্জামান এবং আবুল কালাম আজাদসহ অজ্ঞাতনামা ৩০/৪০ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১১; তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১। ধারা-১৪৩/৩৩২/৩৫৩/৪৩৬/৪২৭/৩০৭/৩৭৯/১০৯/৩৪ দ-বিধি। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোস্তাফিজুর রহমান। ৬ জুলাই ২০১১ দুপুর ২.০০টার দিকে আসাদুজ্জামানকে জেল হাজতে পাঠান।

এসআই মোস্তাফিজুর রহমান, গুলশান থানা, ঢাকা

এসআই মোস্তাফিজুর রহমান অধিকারকে বলেন, ৫ জুলাই ২০১১ এসআই হারুনুর রশিদের দায়ের করা গুলশান থানার ১১ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। তিনি আরো জানান, ওই মামলায় ৯টি ধারার মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলেই ৩৫৩ ধারার শাস্তি হিসেবে ৬ মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছেন গ্রেপ্তারকৃত আসামী আসাদুজ্জামানকে। আসামীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তিনি আবারও পরবর্তী ৮টি ধারার অপরাধ বিষয়ে জানার জন্যে আসামীকে ১০ দিনের রিমা- চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন বলে জানান। সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকাজ অব্যাহত থাকায় তিনি আর কিছু বলতে রাজি হননি।

আব্দুল মান্নান, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর অফিস সহকারী

আব্দুল মান্নান অধিকারকে জানান, তিনি ১২ জুলাই ২০১১ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আসাদুজ্জামানকে দেখতে যান। আসাদুজ্জামান জেলখানায় সাক্ষাতকালে আব্দুল মান্নানকে বলেন, ৫ জুলাই ২০১১ সারারাত গুলশান থানা পুলিশ তাঁকে গাড়ী পোড়ানোর মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে নির্যাতন করেছে। নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আসাদুজ্জামান তাঁকে বলেন, পুলিশ সদস্যরা আসাদুজ্জামানের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে, চোখ বেঁধে, গায়ের জামা খুলে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে এবং উপুড় করে, চিৎ করে শুইয়ে বা দাঁড় করিয়ে লাথি, কিল, ঘুষি মেরেছে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এছাড়া প্রাইভেটকারে আগুন দেয়ার মিথ্যা স্বীকারোক্তি না দিলে তাঁকে র‌্যাব সদস্যদের দিয়ে ঝালকাঠির লিমনের মত পায়ে গুলি করার হুমকিও দিয়েছে।

অধিকারের বক্তব্য

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, গাড়ী পোড়ানোর ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও গাড়ী পোড়ানোর অভিযোগে আসাদুজ্জামানকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৬ মাসের সাজা দেয়। আসাদুজ্জামানের অনলাইন অফিস রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, আসাদুজ্জামান ৭.৫৯ মিনিটে অফিস থেকে বের হন। অফিস থেকে বের হয়ে ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিছিল করে এসে গাড়ী পোড়ানোর ঘটনা সম্পূর্ণভাবেই অবাস্তব। প্রত্যক্ষদর্শীরাও মিছিল দেখেননি। এজাহারে বলা হয়েছে, আসাদুজ্জামানের হাতের লাঠিতে এসআই হারুনুর রশীদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন অথচ আসাদুজ্জামানের হাতে ছিল তাঁর ২২ শে জুলাই এর বিবাহত্তোর সংবর্ধনার দাওয়াতপত্র যা তিনি তাঁর আত্মীয়দের বিলি করবেন বলে সঙ্গে নিয়েছিলেন। তথ্যানুসন্ধান থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকায় ভ্রাম্যমাণ সাধারণ মানুষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন।আসাদুজ্জামানকে গাড়ী পোড়ানোর মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের লক্ষ্যে থানায় নিয়ে নির্যাতন করা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভিক্টিম করার বিষয়ে অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ও এবং তাঁকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করার ব্যাপারে তদন্তের দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-